

Declaration

I, Dipankar Debnath, a Ph.D. scholar of University of North Bengal, do hereby declare that the thesis entitled 'জয় গোস্বামীর কবিতার শৈলীবিচার (১৯৭৭-২০১৪)' has been prepared by me for the award of Doctor of Philosophy. I have completed the work under the guidance of Dr. Urbi Mukherjee, assistant Professor of Bengali in the University of North Bengal.

I also declare that this thesis has not been submitted or published anywhere for the award of any degree, Diploma, associateship or fellowship previously.

Date: 27.12.2022

Dipankar Debnath
.....

Dipankar Debnath

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়



উর্বি মুখোপাধ্যায়

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

অধিকক, সরোজিনী-পূর্ণেশ্বরী ছাত্রী আবাস, উত্তরবঙ্গ

রেফারেন্স নং :

তারিখ :

CERTIFICATE

This is to certify that Dipankar Debnath, PhD registration no: Ph.D/Beng.(1292)/740/R-2020, has completed his research on the topic titled “জয় গোস্বামীর কবিতার শৈলীবিচার (১৯৭৭-২০১৪)” under my supervision at the Department of Bengali, University of North Bengal. So far as the methodology of research, collection of data, analysis, chapterization and presentation in a written form are concerned he has fulfilled all the criteria of modern research in Humanities and Social Science. I hope the thesis will be considered an original contribution in his field of research. It is also certified that neither in part nor in full the thesis has been published anywhere either for any scholarly degree or financial benefit. He is now permitted to submit the thesis for PhD degree (Arts) in Bengali to the University of North Bengal. I wish him all success.

Date : 27/12/2022

Urbi Mukherjee

Urbi Mukherjee
Assistant Professor
Department of Bengali
North Bengal University

Asst. Professor
Dept. of Bengali
University of North Bengal

ঠিকানা : বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, রাজা রামমোহনপুর, জেলা-দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৩৪০১৩

ই-মেল : urbimukherjee.2014@gmail.com মোবাইল নং : 9775495159/9432849502

প্রাককথন

কবিতাচর্চা এবং অন্যবিধ শিল্পচর্চার পরিবেশে বেড়ে না উঠলেও কবিত্বকে অনুভব করতাম কৈশোর থেকেই। বাবার হাটবাজার, মায়ের বিড়ি বাধা, দাদুর পুকুরপারে বিষণ্ণ মনে বসে থাকা কিংবা তারপর মামাদের কৃষিকাজ থেকে শিক্ষকতার জার্নি সবকিছুই ইন্দ্রিয়চেতনায় ধরা দিয়েছে। বোধ-বুদ্ধির পরপারে একটা শূন্যমন আবেগের ভাষা খুঁজে যেত সবকিছু থেকে। কখনো মাঠে স্ট্রেট ড্রাইভে বোলারের দম্ভের বিপরীতে বল ঠেলে কখনো রায়ডাকের জলে, ছিপরা জঙ্গলের চোরাগুপ্তা নদীতে শুয়ে থেকে খোলা আকাশের নীচে খুঁজে যেতাম সেই ভাষা। জলের ভাষা, বাতাসের ভাষা, আলোর ভাষা এমন কতশত জিনিসের ভাষাকে বুঝে নিয়ে আরো চুপ হয়ে যেতাম। স্কুলে পড়বার সময়ে শ্রদ্ধেয় শিক্ষক বিজয় দাস মহাশয় প্রথম সেইসব মৌনতার আড়াল-আবডাল ভেঙে দিলেন। সাহিত্যের ভাষাকে খুলে উপহার দিলেন শব্দ- অর্থের অনন্য জগত। সেই থেকে আমি কবিতার কাছে একটু একটু করে পৌঁছে যাচ্ছিলাম। মনে হচ্ছিল আমি যা চাই, যা খুঁজি তা কবিতাতেই রয়েছে। কবিতাই আমাকে পরিপূর্ণ করে। টেক্সট বইয়ের বাইরে খুব বেশি কবিতার বই পড়া হয়ে উঠেনি তখনও। কলেজে এসে শ্রদ্ধেয় শিক্ষক প্রসেনজিৎ বসুর দৌলতে বৈষ্ণব পদাবলির সঙ্গে পরিচয়। তাঁর সেই ক্লাসগুলো মনের যৌবনকে তৃপ্তি দিত। এরপর উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার্স পড়তে এসে বিশাল গ্রন্থাগার আমার কবিতাচর্চার যাবতীয় বাঁধন খুলে দেয়। কবিতার স্বরূপ, বৈচিত্র্য, ভাষার নানা বাঁক নিয়ে অসংখ্য প্রশ্নের জন্ম দিতে থাকে। এই ধারাটি গভীর থেকে গভীরতর হতে থাকে পাঠ ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে। ততদিনে কবিতাকে আত্মস্থ করে কবি হয়ে ওঠার প্রবণতাও জেগে ওঠে মনে মনে। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. উবী মুখোপাধ্যায়ের অধীনে গবেষণাকর্মে যুক্ত হয়ে পাঠক ও গবেষক উভয় সত্তার পূর্ণ বিকাশ ঘটে। ব্যক্তিজীবন ও সমাজের অস্তিত্বকে নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করতে করতেই কবিতা ও কবিদের আবিষ্কার করেছি। জয় গোস্বামী সেখানে একজন মহীরুহ। তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদনের সুযোগ হাতছাড়া করতে চাইনি।

আমার এই গবেষণা-সন্দর্ভের বিষয় জয় গোস্বামীর কবিতার শৈলীবিচার (১৯৭৭-২০১৪)। উক্ত গবেষণা-সন্দর্ভটি গড়ে তুলতে অর্থনৈতিকভাবে সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ জানাই বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন ও উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে। আমাকে যথাযথ তথ্যপ্রদান করবার জন্য ধন্যবাদ জানাই কলকাতা পিটল ম্যাগাজিন গবেষণা কেন্দ্র ও লাইব্রেরি-কে। কবি জয় গোস্বামীর সঙ্গে একাধিকবার ফোনালাপে আমার অনুসন্ধিৎসু মন যাবতীয় জিজ্ঞাস্যের সদুত্তর পেয়েছে। ফলে আলাদাকরে সাক্ষাৎকারের প্রয়োজনবোধ করিনি। ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই কবিকে। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শ্রদ্ধেয় অধ্যাপকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই আমার গবেষণাকর্মের পর্যবেক্ষক উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যাপক ড. কৌশিক জোয়ারদার মহাশয়কে। আমার গবেষণাকর্মের তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ড. উর্বা মুখোপাধ্যায় এবং পথনির্দেশক ড. অনুনয় চট্টোপাধ্যায় দুজনকেই আমার শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই। আমার মা, বাবা, দাদা, মামাদের আমার ভালোবাসা। প্রেরণা আর ভরসার সেইসব আশ্রয়স্থল ছাড়া এই কাজ সম্পন্ন হত না। বিশুদ্ধ মন আর দেখার চোখ এই দুটোর জন্য উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের পরিবেশকে আমি আমার আবাদি জমির সবটুকু কৃতিত্ব দিতে চাই। সমস্ত শুভাকাঙ্ক্ষীদের আমার ভালোবাসা। আগামীদিনের গবেষকদের জন্য রইল অনেক শুভেচ্ছা।

গবেষণা সন্দর্ভটিতে আমি সর্বতভাবে চেষ্টা করেছি জয় গোস্বামীর কবিতার সামগ্রিক কাব্যশৈলী বিচারের মাধ্যমে একটি শৈলীগত ধারনাকে তুলে ধরতে। কিন্তু অনেকদিকই উন্মোচনের বাকি রয়ে গেছে বলে মনে করছি। আমার এই প্রচেষ্টার ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো ভবিষ্যতে অন্য কোনো গবেষক অবশ্যই সম্পূর্ণ করবেন বলে আশা রাখছি।

তারিখ: ২৭.১২.২০২২

দীপঙ্কর দেবনাথ

দীপঙ্কর দেবনাথ